তারিখ ..06 NOV 2015...
পৃষ্ঠা ..১.. কলাম ..১..

সংবাদ

আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ঝুলে আছে শিক্ষক নিয়োগ

- বিদ্যালয়বিহীন ১৫শ' গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন
- প্রকল্পের মেয়াদ দেড় বছর বাড়ানোর পরও কাজ শেষ হয়নি
- ১১১০টি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ শেষ
- মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের বিরোধে নিয়োগ কার্যক্রম এগুচ্ছে না
- লেখাপড়া সুবিধা বঞ্চিত হচ্ছে পিছিয়ে পড়া ঐসব এলাকার শিশুরা

রাকিব উদ্দিন

প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রায় দেড় বছর অতিবাহিত হলেও 'বিদ্যালয়বিহীন ১৫শ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন' প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি। তবে ১ হাজার ১১০টি বিদ্যালয় স্থাপন পুরোপুরি সম্পন্ন হলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ওইসব স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম এগুচ্ছে না। জনপ্রশাসন মন্ত্রণলয় ইতোমধ্যে ৬৬৭টি নবনির্মিত বিদ্যালয়ে তিন হাজার ৩৩৫টি শিক্ষকের পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিলেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মতবিরোধের কারণে নিয়োগ কার্যক্রম ঝুলে আছে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সংবাদকে জানিয়েছেন।

১৫শ' গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের পরিচালক প্রায় এক মাস ধরে বিদেশে আছেন। জানতে চাইলে এই প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক এনায়েত হুসাইন গতকাল সংবাদকে বলেন, 'আমরা প্রায় সাত'শ বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ পুরোপুরি কমপ্লিট করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কাছে হ্যান্ডওভার (হস্তান্তর) করেছি। বাকি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণকাজ চলছে। তবে সাতশ বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে কিনা– তা আমরা বলতে পারব না, অধিদপ্তর বলতে পারবে।'

এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সাইফুল ইসলাম গতকাল সংবাদকে বলেন, 'পার্শ্ববর্তী এলাকার স্কুল থেকে ডেপুটেশনে (প্রেষণ)

আমলাতান্ত্রিক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

আমলাতান্ত্রিক : জটিলতায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক এনে নতুন কিছু বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে।' তবে কতটি বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে এবং শিক্ষক নিয়োগ কেন হচ্ছে না, সে সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'মন্ত্রণালয়ই এ বিষয়ে ভালো বলতে পারবে না।'

জানা গেছে, দেশের প্রায় দুই হাজার ১০০ গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ফলে এসব এলাকার দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরা লেখাপড়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কিছু গ্রামে দু'একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বা কিনডারগার্টেন থাকলেও সেগুলোতে পাঠদান অনেক ব্যয়বহুল। ফলে ঝরে পড়ার হার হ্রাস পাচ্ছে না। মহাজোট সরকার ২০১৩ সালের মধ্যে দেশের সব শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে জোটের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া, পশ্চাৎপদ, চর-হাওর-বাঁওর, পাহাড়ি এলাকায় একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। ওই আলোকেই ২০১০ সালের প্রথম দিকে ১ হাজার ৫০০টি নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ৭৫০ কোটি টাকা। গড়ে প্রতি স্কুলের জন্য সরকারের ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৫০ লাখ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ ধরা হয় ২০১১ সালের জুন থেকে ২০১৪ সালের জুন নাগাদ। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষ না হওয়ায় প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়, যা আগামী ডিসেম্বরে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু এখনও প্রায় চারশ' স্কুলের নির্মাণকাজ বাকি রয়েছে, যা আগামী ডিসেম্বরে শেষ হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এই প্রকল্পের নির্মাণের কাজ করছে।

গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর ৬৬৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (প্রতি স্কুলে ১টি প্রধান শিক্ষক ও ৪টি সহকারী শিক্ষকের পদ) তিন হাজার ৩৩৫টি পদে জনবল নিয়োগ দিতে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন চায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এই সময়ে ১৬৬টি বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ হওয়ায় অধিদপ্তর ওইসব প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব পাঠায় গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর কোনটিরই অনুমোদন না দিয়ে পূর্ণ নির্মিত বিদ্যালয়ের বিস্তারিত তালিকা চায়। এই জটিলতার কারণে নিয়োগ কার্যক্রম কার্যত ঝুলে আছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। এছাড়াও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রাথমিকভাবে প্রতিটি বিদ্যালয়ে পাঁচটি শিক্ষকের পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিটি বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ১৪টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করেছিল। এজন্য গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঁচটি করে পদে শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে আরো বেশি পদ অনুমোদন পাওয়ার চেষ্টা করছে। এ কারণেও নবনির্মিত বিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম চালু করা যাচ্ছে না।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট একাধিক কর্মকর্তা সংবাদকে জানায়, প্রথমে জমি পাওয়া নিয়ে কিছুটা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ অনেকেই স্কুলের জন্য বিনামূল্যে জমি দিতে চায়নি। একপর্যায়ে স্থানীয় লোকজন বিনামূল্যে জমি দান করায় প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে। এখনও কিছু গ্রামে জমি পাওয়া নিয়ে জটিলতা রয়ে গেছে। জানা যায়, দুটি ক্রাইটেরিয়া স্কুল প্রতিষ্ঠার স্থান নির্বাচন হয়েছে। একটি হলো যে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে সে গ্রামে কমপক্ষে দুই হাজারের বেশি জনসংখ্যা থাকতে হবে এবং যে গ্রামের দুই কিলোমিটারের মধ্যে কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সে গ্রামকে প্রাধান্য দেয়া। স্কুলের স্থান নির্বাচনে বন্যায় নদী ভাঙন ও শিশুদের যাতায়াত সুবিধাও বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে। বন্যার সময় যাতে স্কুল পানিতে তলিয়ে না যায় সে স্থানেই স্কুল নির্মাণ করা হয়েছে বা হচ্ছে।